সুদর্শনের ডাক

হিন্দুদের ঘরে ঘরে অন্তত তিনটি করে
সন্তানের জন্ম দেবার ডাক দিলেন আরএসএস
প্রধান কে এস সুদর্শন। ... তিনি বলেন,
'আপনারা কখনই তিনটির কম সন্তানের
কথা ভাববেন না। বেশি হলে আরো ভাল।'
- আনন্দবাজার পত্রিকা,
১৮ই নভেম্বর, ২০০৫

***

মুসলমান মৌলবাদীরা ফতোয়া বড় ভালোবাসেন। হিন্দুরাও আমার প্রপিতামহের আমলে কাশী-ভাটপাড়ায় 'বিধান' কিনতে ছুটতে। কিন্তু আমরা এখন আধুনিক হয়েছি। ধর্মকে নিজে নিজে ইন্টারপ্রেট করে নিয়ে সুখে আছি। অত বিধান-টিধানে আজকাল চলে না। ভট্চায্দের চাকরি গেছে। তাছাড়া মাঝে মাঝে একটু মাথা চাড়া না দিলে হিঁদু পচ্ছদের চলে না।

এবারের নতুন বিধান। প্রত্যেক হিন্দুর তিনটি সন্তান চাই। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বেকারত্ব বাড়বে - সুদর্শনের বক্তব্য, 'স্বরোজগারের পথে হাঁটলেই এ সমস্যার সমাধান হবে।' ভাবছি, অমর্ত্যবাবুকে এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে বলব কিনা।

দিন কয়েক আগে আনন্দবাজারের একটি ঈদ স্পেশাল প্রবন্ধে পড়ছিলাম, মুসলিমদের প্রতি সাধারণ 'অসাম্প্রদায়িক' হিন্দুদের মনোভাবের কথা। মুসলিমদের কথা উঠলেই আগে মনে পড়ে 'ওরা চারটে বিয়ে করতে পারে'। আমার কৈশোরের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। আমার এক বন্ধু ছিল, নাম মীরাজ। সেসময় একবার বয়সোচিত আলোচনার মধ্যে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ও পুণর্বিবাহের প্রসঙ্গ উঠেছিল। মীরাজ তার বউ হবার ক্রাইটেরিয়া বর্ণনা করছিল। তাকে থামিয়ে আমার আরেক বন্ধু, অভিষেক বলে উঠল, 'তোদের আর এসব কি আছে? তিনবার বলবি তালাক, ব্যস ডিভোর্স। আর বউ পছন্দ না হলে আরো তিনবার বে করবি, সুপ্রিম কোর্ট তো অনুমতি দিয়েই রেখেছে।' মীরাজ চুপ করে গেছল। গলির অন্ধকারে তার মুখটা দেখার চেষ্টা করেছিলাম, দেখতে পাইনি।

আসলে ভারতে আজও হিন্দু-খ্রীষ্টান-শিখের একরকম আইন আর মুসলমানের জন্য একরকম আইন। ইমরানা ধর্ষিতা হলে বোরখার আড়ালে ঢেকে যায় বিচারও। কারণ ভোটব্যাঙ্ক। ধর্মে হাত দেবে যে দল, ভোটও হারাবে সে। তাই ভোটলোভী আর মৌলবীদের একসাথে ঘৃণা করার ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। এমনকি খ্রীষ্টানদের মধ্যেও দেখি মুসলমানদের ঘৃণা করার বহর। গ্রাহাম

স্টেইনসের হত্যার পরেও।

এই ঘৃণাকেই কাজে লাগাচ্ছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

মুসলিমরা কি খারাপ? হিন্দুদের উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দ উদ্ধৃত করে বলি ঃ

> ‘তোমরা (য়ুরোপীয়রা) জিজ্ঞাসা করিতে পারো -
> মহম্মদের ধর্মে আবার ভাল কী থাকিতে পারে?
> ... মুসলমান ধর্মের যথেষ্ট ভাল জিনিস আছে।
> মহম্মদ সাম্যবাদের আচার্য, তিনি মানবজাতির
> ভাতৃভাব- সকল মুসলমানের ভাতৃভাবের প্রচারক
> ...। মহম্মদ নিত্য জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া
> গেলেন যে মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ণ সাম্য ও
> ভাতৃভাব থাকা উচিত।’
>
> -জগতের মহত্তম আচার্যগণ, পৃঃ ৩০৫-৬,
> স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

একথা সত্য কোরাণে অপরের ধর্ম বিষয়ে কটূক্তি প্রচুর। ইসলামে আধুনিকতার অভাবও প্রচুর। তা বলে, সে ধর্মের ভালো দিকটি অগ্রাহ্য করা যায় না। সকল ধর্মই নিজেদের সংশোধন করে নিয়ে আজ বিশ্বজনীন। ভারতীয় মুসলিমরাও অনেক ক্ষেত্রে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করছেন। আমাদের রাষ্ট্রপতি মহোদয় থেকে শুরু করে ক্রিকেট টিমে অনেক মুসলমানের উপস্থিতি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছে। সুদর্শন আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হোন। ধর্মতোষনের বদলে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা প্রদর্শন করুক ভারত। মৌলবী, মৌলবাদী আর সুদর্শনের জন্য কমন হাঁড়িকাঠের খরচা আমার।

অর্ণব দত্ত
৩রা অগ্রহায়ন, ১৪১২
বেহালা, কলকাতা